ওয়াক্‌ফ দলিলের মডেল

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য.....টাকা।

১। লিখিতং মৌঃ মোঃ .....পিতা মৃত.....

সাকিন .....উপজেলা/থানা..... জেলা

.....জাতি মুসলমান, পেশা- কৃষিকার্য্য/ব্যবসা/চাকুরী.....দলিল দাতা।

২। ওয়াক্‌ফ সৃজনের উদ্দেশ্য ঃ-

(ক) কস্য ওয়াক্‌ফ নামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চগে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে বিপুল/কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিয়াছি। নশ্বর মানব জীবন কখন কি অবস্থা হয় বলা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিয়া আমি আমার স্ব-উপার্জিত নিম্ন তফসিলভুক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও তদস্থিত কাঁচা পাকা দালানগৃহ প্রভৃতি আমি ও আমার মুরুব্বীগণের পারলৌকিক আত্মা কল্যানার্থে অথবা সদগতির জন্য এবং আমার ...সহ/নিজ গ্রামের মসজিদ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/ দাতব্য চিকিৎসালায়/ গোরস্থান/ঈদগাহ এবং গরীব দুস্থদের কল্যাণার্থে এবং ধর্মীয় কার্যের উদ্দেশ্যে ফি-ছাবিলিল্লাহ ওয়াক্‌ফ করিলাম।

অথবা

(ক) আমি আমার পারলৌকিক আত্মার সদগতি ও আমার ওয়ারিশগণের ভরণ-পোষণ এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ, দান-ধর্মীয় কার্য এবং গরীব ও দুস্থদের উপকারার্থে ওয়াক্‌ফ দান-আওলাদ/পাবলিক করিলাম। অদ্য হইতে আমি ও আমার পরবর্তী ওয়ারিশগণের অত্র সম্পত্তিতে সকল প্রকার স্বত্ব দখল এবং সমস্ত দাবী দাওয়া চিরতরে রহিত হইয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যস্ত হইল।

৩। নামকরণ ঃ-

আমার সৃজিত অত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি .....ওয়াক্‌ফ এস্টেট নামে পরিচিত হইবে।

৪। মোতাওয়াল্লী নিয়োগের শর্তাবলী ঃ-

.....

(ক) আমি আমার জীবনমান পর্যন্ত অত্র ওয়াক্‌ফ এস্টেট শাসন সংরক্ষণ ও পরিচালনা করিব। আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সৎ চরিত্রবান ও যোগ্য ব্যক্তি (একর পর এক) মোতাওয়াল্লী হইবে। পুত্রগণের অভাবে পৌত্রগণের মধ্যে উক্ত একই নিয়মে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হইবে।

(খ) আমার কোন পুত্র সন্তান নাই। আমার ৫ (পাঁচ) জন কন্যা সন্তান বর্তমানে জীবিত আছে। আমার মৃত্যুর পর আমার কন্যাগণ জ্যেষ্ঠানুসারে এবং (ক) দফায় বর্ণিত যোগ্যাতানুযায়ী মোতাওয়াল্লী হইবে। কন্যাগণের অভাবে তাহাদের পুত্র সন্তানগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ধার্মিক এবং সৎ চরিত্রবান ও যোগ্য ব্যক্তি মোতাওয়াল্লী হইবে। ভবিষ্যতে আমার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে আমার মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠানুক্রমে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হইবে।

(খ) আমার কোন সন্তানাদি নাই। ভবিষ্যতে আমার কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে আমার মৃত্যুর পর তাহারা জ্যেষ্ঠানুসারে যোগ্যতা ও সৎ গুণাবলীর ভিত্তিতে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হইবে। যদি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করে তাহা হইলে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শিক্ষিত সৎ ধার্মিক এবং সৎ চরিত্রবান ও যোগ্য ব্যক্তি মোতাওয়াল্লী হইবে।

৫। মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) যখন যিনি মোতাওয়াল্লী হইবেন তিনি অত্র দলিলে বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসাবে নামজারী করিবেন। মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ, পরিচালনা ও মামলা মোকদ্দমাসহ যাবতয় কার্যাদী সম্পাদন করিবেন। কিন্তু কোন মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন অংশ দান, বিক্রয়, কাট, হেবা অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উন্নতি ভিন্ন অবনতি বা ক্ষতিকর কোন কার্য্য কাতে পারিবন না। কোন মোতাওয়াল্লী বা আমার পরবর্তী কোন ওয়ারিশের ব্যক্তিগত .....ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশ নিলাম করিতে পারিবে না। মোতাওয়াল্লী বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিক ভাবে রক্ষনা-বেক্ষন করিবেন এবং বৎসরান্তে ....হিসাব ওয়াক্‌ফ প্রশাসক মহোদয়ের অফিসে দাখিল করিবেন।

খ) মোতাওয়াল্লী ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশাবলি সঠিকভাবে পালন করিত বাধ্য থাকিবেন।

৬। আয় সংরক্ষন ঃ-

মোতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পত্তির সমুদয় আয় যে কোন তফসিলী ব্যাংকে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নামে জমা রাখিবেন। কোন মোতাওয়াল্লী কোন সময়ে ১,০০০/= (এক হাজার) টাকার অধিক নিজ হাতে জমা রাখিতে পারিবেন না।

৭। খরচের বিধান (লিল্লাহ ওয়াক্‌ফ)।

যখন যিনি মোতাওয়াল্লী থাকিবেন তিনি সর্ব প্রথম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় দ্বারা খাজনাদি ও ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধ করিবেন। তৎপর কর্মচারী বেতন, মামলা-মোকদ্দমা, সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ, মেরামত ও আবশ্যকীয় অন্যান্য খরচ নির্বাহ করিবেন। উপরোক্ত খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিলে তাহা নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠানে দান-খয়রাত, ধমীয়কার্য্যে এবং দুস্থ মানবতার কল্যানে ব্যয় করিবেন।

	প্রতিষ্ঠান	খরচের পরিমান
ক)	মসজিদ	ভাগ
খ)	মাদ্রাসা	ভাগ
গ)	এতিম খান	”
ঘ)	মোসাফির খানা	”
ঙ)	দাতব্য চিকিৎসালয়	”
চ)	ঈদগাহ	”
ছ)	গোরস্থান	”
জ)	মাজার বা খানকা	”

৮। দান খয়রাত ঃ-

ক)	ব্যক্তি বিশেষকে দান	ভাগ
খ)	প্রতিষ্ঠান দান	ভাগ
গ)	কোরান শরীফ বিতরন	”
ঘ)	গরীব ও দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন	”
ঙ)	শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	”
চ)	দুস্থ মানবতার কল্যাণে	”

৯। ধর্মীয় কার্য্যঃ

ক)	মিলাদ মাহফিল (বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে)	ভাগ
খ)	কোরবানী	ভাগ
গ)	কোরান খতম	”
গ)	ওয়াজ-মাহফিল বা ইসলামী জলসা ইত্যাদি	”

১০। খরচের বিধান (আওলাদ ওয়াক্‌ফ)

যখন যিনি মোতাওয়াল্লী হইবেন তিনি ৮ নং প্যারায় উল্লেখিত খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্ট আয়ের .....ভাগ ওয়ারিশানগন ফরায়েজ মোতাবেক ভরণ-পোষণ বাবদ.,,,,,,,,,, এবং বৃত্তিভোগীগন নির্ধারিত পরিমাণে পাইবেন এবং .....ভাগ আমার ও আমার পূর্ববর্তী ও পূর্ববর্তী ওয়ারিশানগণের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দান-খয়রাত, ধর্মীয়কার্য্য ও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করিতে মোতাওয়াল্লী বাধ্য থাকিবেন। কোন মোতাওয়াল্লী ওয়ারিশানগণের প্রাপ্য সঠিকভাবে ব্যয় করিতে মোতাওয়াল্লী আইনের আশ্রয় নিতে পারিবেন।

১১। শাস্তির বিধান ঃ

আমার পরবর্তী মোতাওয়াল্লীগনের মধ্যে যদি কেহ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সঠিকভাবে শাসন সংরক্ষণ না করেন কিংবা উপরোক্ত খরচের বিধান যথাযভাবে পালন বা করিয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় নিজেই আত্মসাৎ করেন কিংবা অবৈধভাবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন কিংবা এস্টেটের ক্ষতিজনক কোন কাজ করেন কিংবা খাজনার দায়ে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করেন যাহা হইলে তিনি মোতাওয়াল্লী পদ হইতে অপসারিত হইবেন এবং তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং প্রয়োজন বোধে অপর ব্যক্তিগণ সম্পত্তি বা তহবিল হইতে পুনরুদ্ধার করা হইবে।

১২। ওয়াক্‌ফকৃত কোন সম্পত্তি সরকার কর্তৃক হুকুম দখল হইলে ক্ষতিপূরণ এর টাকা দ্বারা মোতাওয়াল্লী অন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া এস্টেটের সামিল করিবেন না এস্টেটের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতি করিবেন।

এতদ্বার্থে সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে ওয়াক্‌ফ নামা দলিল সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম।

ইতি, সন----------

স্বাক্ষীগণের দস্তখত ঃ

১। ----------

২। ----------

৩। ----------